দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 21 SEP 1991
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬ ...

২৪

কওমী মাদ্রাসার জন্য সাহায্য দরকার

বাংলাদেশ আলীয়া নেসাবে মাদ্রাসার পাশাপাশি বহু সংখ্যক কওমী মাদ্রাসা রয়েছে। সেই মাদ্রাসাগুলো নিজস্ব সিলেবাস/ কারিকুলাম অনুসরণ করে এবং নিজেরাই প্রশ্নপত্র তৈরী করে পরীক্ষা নিয়ে থাকে। ফলে এই কওমী মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষাগত মান অনেক ক্ষেত্রেই অনেক উন্নত হওয়া সত্ত্বেও এগুলোর জন্য কেন্দ্রীয় পরীক্ষা ব্যবস্থা না থাকায় চাকুরীর ক্ষেত্রে এসব মাদ্রাসার ছাত্ররা বেশ অনুবিধার সম্মুখীন হয়। এই অবস্থার নিরসন কল্পে 'রেফাসুল মাদারিসীল আরাবিয়া, বাংলাদেশ' নামে একটি বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কেন্দ্রীভাবে বিগত ১২ বছর থেকে পরীক্ষা পরিচালনা করছে। বাংলাদেশে কওমী মাদ্রাসার সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। ১৯৯১ সালের অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় বিভিন্ন স্তরে ১৮৫টি মাদ্রাসা থেকে ৩৫৬৫ জন ছাত্র অংশ গ্রহণ করে। তন্মধ্যে ২২৯৫ জন উত্তীর্ণ হয়। পাসের হার শতকরা ৬৪ জন। কওমী মাদ্রাসায় সর্বোচ্চ পরীক্ষা দাওয়ারে হাদিস বা মারহাতুত তাকমিল হাদিস পরীক্ষায় ৩০টি মাদ্রাসার ৪১০ জন, ছাত্র দাওয়ারে হাদিস বা মাওলানা ডিগ্রী অর্জন করে। এর মধ্যে চট্টগ্রামের পটিয়া মাদ্রাসার ২৯২ জন, সিলেটের জামেয়া মাদানীয়া কাজীর বাজার মাদ্রাসার ২৮ জন, মোমেনশাহীর ডোলাদীয়া মাদ্রাসার ২৬ জন, সিলেটের গহরপুর মাদ্রাসার ৩০ জন, মোমেনশাহীর বালিয়া মাদ্রাসার ৩০ জন, ঢাকা বারিধারা মাদ্রাসার ১১ জন, কিশোরগঞ্জ জামিয়া মাদ্রাসার ১৫ জন, মোমেনশাহীর জামিয়া ইসলামিয়ার ১৮ জন, ফরিদাবাদ মাদ্রাসার ৪৩ জন্য ও মালিবাগ মাদ্রাসার ১৪ জন ছাত্ররয়েছে।

প্রসংগক্রমে উল্লেখ্য যে, কওমী মাদ্রাসার ছাত্রদের মধ্যে নকলের প্রবণতা এখনও লক্ষ্য করা যায়নি। কওমী মাদ্রাসাগুলোর জন্য সরকারী সাহায্যের পরিমাণ বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সিরাজ উদ্দিন আহমদ
গণসংযোগ অফিসার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।